16

দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

(26)

শিশু শ্রমিক

সারা পৃথিবীতেই এই সত্য উচ্চারিত যে, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে জাতির সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই আমরা যারা আজ বয়স্ক মানুষ, তারাও এক সময় শিশুই ছিলাম। কিন্তু উন্নয়নশীল পৃথিবীতে এই শিশুদের অবস্থা বড় করুণ। এখানে অধিকাংশ শিশুরই জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না। এরা না পায় খাদ্য, না পায় চিকিৎসা, না পায় শিক্ষা না আছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিশুদের 'ক্রীতদাসত্ব' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা উল্লেখ করেন যে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭০ লাখেরও বেশি শিশু শ্রমিক ক্রীতদাসের মত জীবন কাটাচ্ছে। তাদের জীবন পশুর চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

এই এলাকার শিশু অপহরণকারীরা ছয় থেকে ১২ বছর বয়স্ক শিশুদের অপহরণ করে তাদের দাস হিসাবে কাজ করাচ্ছে। অনুষ্ঠানে ভারতের সাবেক প্রধান বিচারপতি বলেছেন, পশুরাও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে বা ক্ষুধার সময় খাবার খেয়ে থাকে। এসব শিশু পশুর চেয়েও অধম।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে শিশু শ্রম বন্ধ করা খুবই দুরূহ। কেননা, দরিদ্র দেশে জীবনধারণের সংকটের জন্যই বহু শিশুকে শৈশবেই স্বনির্ভর হতে হয়। নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কাজে নামতে হয়। এতে অন্তত জীবনধারণ করতে পারছে তারা। কিন্তু যারা কুচক্রীদের খপ্পরে বন্দী, তাদের সম্পর্কে সত্যি সত্যি চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমিক যেখানেই আছে, সেখানে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা দরকার, এরা ক্রীতদাস কি না। তা যদি হয়, তাহলে এদের অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। আর অন্য শিশু শ্রমিকদের কাজের ন্যূনতম পারিশ্রমিক তারা পাচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হোক। আর সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নেয়া হোক কার্যকর ব্যবস্থা। তাহলে জাতির ভবিষ্যত শিশুদের মানবেতর জীবনযাপনের অবসান ঘটান সম্ভব।